দৈনিক খোঁজখবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
https://khonjkhobor.in
খবরের মাঝে খবরের খোঁজে

Volume - 1 • Issue - 8 • Date 8th Jun 2025 • বর্ষ - ১ • সংখ্যা ৮ • তারিখ - ২৪ জ্যৈষ্ঠ • কলকাতা থেকে প্রকাশিত

দূষণ নিয়ন্ত্রণে দেশের সেরা কলকাতা

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মিলল ২০০ কোটি টাকার পুরস্কার

খোঁজ খবর , কলকাতা : কলকাতা শহরের জন্য এক গর্বের মুহূর্ত। পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি পেল তিলোত্তমা। কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতাকে দেশের মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণে ‘সেরার সেরা’ শহর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই পুরস্কারস্বরূপ কলকাতা পুরসভাকে ১৮৩ কোটি টাকা এবং ১৭ কোটি টাকা উৎসাহভাতা, মোট ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র।

কলকাতা পুরসভার মেয়র ও রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, এই অর্থ শহরে বৃক্ষরোপণ, জঞ্জাল সাফাই এবং বায়ুমণ্ডলের গুণমান বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা হবে। তিনি বলেন, “এই সাফল্য বিরোধীদের সমালোচনাকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে কলকাতা পরিবেশ রক্ষায় আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।”

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় এই অর্জনের কথা তুলে ধরেন। ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, “মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেই গত কয়েক বছরে কলকাতা পুরসভা পরিবেশ রক্ষায় একাধিক কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। ফলে এই সাফল্য এসেছে। এটি রাজ্যের জন্য সম্মানের মুহূর্ত।”

কলকাতা পুরসভা জানিয়েছে, “সবুজায়ন বাড়াতে শহরবাসীকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। যদিও শহরে বড় গাছ লাগানোর জায়গা কমে আসছে, তবুও প্রতিটি বাড়িতে ছাদ, বারান্দা বা ব্যালকনিতে অন্তত একটি টবে গাছ লাগানো হোক— এই বার্তা দিয়েছে পুরসভা। গাছ হোক পরিবারের এক সদস্য।”

টাউন হলের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে মেয়র ফিরহাদ হাকিম ‘ক্লাইমেট অ্যাকশন প্ল্যান’ ঘোষণা করেন, যেখানে আগামী দিনে পরিবেশ রক্ষায় আরও বিস্তৃত কর্মসূচি নেওয়ার কথাও জানানো হয়।

ঈদের নামাজ চলাকালীন বৃদ্ধকে গলায় ছুরি!

খোঁজখবর, দেবাশীষ পাল, মালদা : ঈদের দিনের শান্তি মুহূর্তকে কলঙ্কিত করে দিল রক্তাক্ত ঘটনা। কুরবানির ঈদের সকালে নামাজ পড়ার সময় এক বৃদ্ধকে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মারাডাঙ্গি গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম বৃদ্ধের নাম জলেল সেখ (৬৫)। তিনি মারাডাঙ্গি গ্রামেরই বাসিন্দা। অভিযুক্ত যুবকের নাম বাবুল আলি (৩০), যিনি জলেল সেখের প্রতিবেশী।

ঘটনাটি ঘটে আজ সকালে, ঈদের নামাজের সময় স্থানীয় মসজিদে। নামাজের দ্বিতীয় সিজদার সময় আচমকা জলেল সেখের গলায় ছুরি চালিয়ে দেয় বাবুল। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন বৃদ্ধ।

স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে বাবুলকে ধরে ফেলে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। প্রথমে জলেল সেখকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রায় ছ'মাস আগে জলেল সেখের বাড়িতে পাথর ছোড়াকে কেন্দ্র করে বাবুল আলিদের সঙ্গে ঝামেলা হয়। সেই পুরনো শত্রুতার জেরেই এই হামলা বলে সন্দেহ।

জখম বৃদ্ধের স্ত্রী হাজেরা বিবির অভিযোগ, “আমার স্বামীকে পরিকল্পনা করেই খুন করতে এসেছিল বাবুল ও তার পরিবার। ওরা সকলে জড়িত। আমি উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।”

ঘটনার পর অভিযুক্তের পরিবারের সদস্যরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ও পলাতকদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। ঈদের দিন এমন নৃশংস ঘটনায় শোকাহত ও ক্ষুব্ধ গোটা গ্রামবাসী।

শুকিয়ে মরার অবস্থা!’

সিন্ধু জলচুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্তে চরম সঙ্কটে পাকিস্তান, ভারতের কাছে এক মাসে চারবার কাতর আর্জি ইসলামাবাদের

খোঁজখবর, দিল্লি:- সিন্ধু জলচুক্তি বাতিলের পর জলসংকট যেন ঘনীভূত হয়েছে পাকিস্তানে। কোথাও খরা, কোথাও বন্যা—এক অদ্ভুত জলবিপর্যয়ের কবলে পড়েছে দেশটি। এমন পরিস্থিতিতে ভারতের কাছে একের পর এক কাকুতি-মিনতি করে চলেছে ইসলামাবাদ। ভারতকে অন্তত চারবার চিঠি দিয়ে সিন্ধু জলচুক্তি বজায় রাখার অনুরোধ জানিয়েছে পাকিস্তান সরকার।

সূত্রের খবর, গত দেড় মাসে পাকিস্তানের জলসম্পদ মন্ত্রকের সচিব সৈয়দ আলি মুর্তাজা চারবার চিঠি লিখেছেন নয়াদিল্লিকে। প্রতিটি চিঠিতেই একই আবেদন—“সিন্ধু চুক্তি বাতিল করবেন না, পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে।” ইসলামাবাদের দাবি, চুক্তি বাতিলের জেরে পাকিস্তানে একাধিক অঞ্চলে মারাত্মক জলসঙ্কট তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য, পহেলগাঁও হামলার পর ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেয় সিন্ধু জলচুক্তি বাতিলের। এর জেরে শুরু হয় অপারেশন সিঁদুর, যাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। নিহত হয় শতাধিক জঙ্গি। পরে সংঘর্ষবিরতিতে সায় দিলেও সিন্ধু জলচুক্তি পুনরায় চালু করতে নারাজ নয়াদিল্লি।

এদিকে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট—পাকিস্তান এর পর তিন পাতায়

ঈদ-উল-আযহার নামাজে পার্ক সার্কাস ময়দানে জনসমুদ্র

উপস্থিত সাংসদ নাদিমুল হক-সহ বিশিষ্টজনেরা

খোঁজখবর, কলকাতা : আজ পালিত হচ্ছে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা। এদিন সকালে কলকাতার ঐতিহাসিক পার্ক সার্কাস ময়দানে ঈদের নামাজে অংশ নিলেন হাজার হাজার মুসল্লি। ধর্মীয় আবহে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় ঈদের জামাত।

এই বৃহৎ নামাজে উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজনীতিক। জামাতে অংশ নেন রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হক, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, প্রাক্তন আমলা মনীশ গুপ্ত, কলকাতা পুরসভার মেয়র পরিষদের সদস্য দেবাশীষ কুমার এবং সমাজসেবী বিজলি রহমান-

সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

ঈদের জামাত শেষে উপস্থিত মুসল্লিরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। শান্তিপূর্ণ ও সুসংগঠিত এই নামাজ অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এই দিনে কোরবানির মাধ্যমে মুসলিম সমাজ আত্মত্যাগ, মানবতা ও সহমর্মিতার শিক্ষা গ্রহণ করে। পার্ক সার্কাস ময়দান আজ সেই ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ধর্মীয় সহনশীলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিল।

তিন মাস সুন্দরবনে প্রবেশ করতে পারবে না পর্যটকেরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর : এবার পর্যটকদের কাছে এলো দু:সংবাদ।এবার সুন্দরবন ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা,প্রজননের মরশুমে কড়া পদক্ষেপ বন দপ্তরের।১৫ ই জুন থেকে ১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। বর্ষার মরশুমে সুন্দরবনে পর্যটকদের প্রবেশ নিষেধ।প্রতি বছরের মতো চলতি বছরেও বন দপ্তরের তরফে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি এই তিন মাস

নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বনজ সম্পদ আহরণ এবং নদী-খালে মাছ ধরার উপরও।১৫ ই জুন থেকে ১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।জেলা বন দপ্তর সূত্রে জানা গেল,জুন থেকে অগাস্ট মাস পর্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন বন্য প্রাণী ও মাছের প্রজননের মরশুম। বিশেষ করে এই মাসগুলিতে সুন্দরবনের বেশিরভাগ মাছ ডিম পাড়ে। এই সময়ে সুন্দরবনে ব্যবসায়ী এবং পর্যটকদের আনাগোনা হলে এর পর তিন পাতায়

সম্পাদকীয়

হাওড়ায় নিজের মেসোর সঙ্গে প্রেম,পরিবার রাজি না হওয়ায় আত্মঘাতী

নিজের মেসোর সঙ্গে প্রেম,এমনকি বিয়েও করতে চায় নাবালিকা। কিন্তু তা হয়নি। উল্টে পারিবারিক অশান্তি ছিল অব্যাহত। এবার সেই নিয়েই বিবাদের জেরে আত্মঘাতী দশম শ্রেণির ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে আমতায়। পরিবার সূত্রে খবর,মৃতের বাবার দাবি কয়েকদিন আগে ওর মাসি মারা যান। তারপর থেকে মেসোর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এই দশম শ্রেণির ছাত্রী। প্রায় ফোনে কথা বলা থেকে শুরু করে দেখা করত সে। তারপরই তাঁর মেয়ে তাদের জানায় যে সে মেসোকে বিয়ে করতে চায়। সেই নিয়ে অশান্তি ও হয় পরিবারে। তখন মৃতার পরিবার গিফ্ট দেওয়া ফোনটিও ভেঙে দেয়।পরিবারের দাবি,শুক্রবার ওই ছাত্রীর বাবা-মা-ভাই মামার বাড়ি গিয়েছিল। এদিন অর্থাৎ শনিবার সকালে বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই দশম শ্রেণির ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার করে আমতা থানার পুলিশ। মৃত ছাত্রীর ব্যবহার করা একটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মেয়ের বাবার কথায় "মাস দুয়েক আগে মাসি মারা যায়। তারপর মেসোর সঙ্গে কথা বলত। আমাদের তো মাথাতেও আসেনি মেসোর সঙ্গে সম্পর্ক হতে পারে। এরপর মেসো ওকে ফোন দেয়। মাঝেমাঝে বাড়িতেও আসত। একদিন হঠাৎ করে বলছে মেসোকে বিয়ে করব।" এদিন আমতা থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছেন।পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন পুলিশ।

বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবসে বর্ধমানে ভেজালচিহ্নিতকরণও সচেতনতাকর্মসূচি

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা, পূর্ব বর্ধমান:- শনিবার বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে বর্ধমান শহরের বিবেকানন্দ কলেজ মোড়ে একটি বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে বর্ধমান সদর প্যারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। পথচলতি মানুষদের হাতে-কলমে দেখানো হয় কীভাবে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যে ভেজাল রয়েছে তা শনাক্ত করা যায়।

এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে খাদ্যসামগ্রীতে ভেজালের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা এবং ঘরোয়া উপায়ে ভেজাল চিহ্নিত করার কৌশল শেখানো। সংস্থার সম্পাদক প্রলয় মজুমদারের তত্ত্বাবধানে এই কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। হাজির ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও তারা এই ধরনের সচেতনতা মূলক কর্মসূচি চালিয়ে যেতে আগ্রহী, যাতে সমাজে নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা বাড়ে।

নবদ্বীপে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী এক কলেজ ছাত্রী

দেবাশীষ সিংহ, নদীয়া : নদীয়ার নবদ্বীপ পৌরসভার বিশ্বাস পাড়া এলাকায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয় দ্বিতীয় বর্ষের এক কলেজ ছাত্রী তনুশ্রী দাস, বয়স ২০। পুলিশ ও পরিবার সূত্রের জানাযায়, নবদ্বীপ বিশ্বাস পাড়ার বাসিন্দা দ্বিতীয় বর্ষের কলেজ ছাত্রী তনুশ্রী দাস(২০) শুক্রবার রাতের খাবার খেয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ে,শনিবার সকালে ঘুম থেকে না উঠায় পরিবারের লোকেরা ডাকাডাকি শুরু করে। দীর্ঘ সময় ডাকাডাকির পর কোনো সারা শব্দ না পেয়ে পরিবারের লোকেরা দরজা খুলে দেখেন ওই ছাত্রী গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে। বিষয়টি জানিয়ে খবর দেওয়া হয় নবদ্বীপ থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে নবদ্বীপ। স্টেট্ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। এরপর হাসপাতাল থেকে দেহটি প্রথমে নবদ্বীপ থানায় ও পরে ময়না তদন্তের জন্য কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায় ওই যুবতী কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিল, কি কারনে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলো তা বুঝতে পারছেন না মৃতার পরিবারের সদস্যরা। আরো বলেন তনুশ্রী দাস পড়াশুনায় খুব একটা খারাপ ছিল না বলে জানায় তার পরিবার।

পথশ্রী প্রকল্প থাকা রাজ্যে পথের অতীব বেহাল দশায় স্কুলে যাওয়াই বন্ধ করেদিল পড়ুয়ারা

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান ৭ জুন ঃ পথ আছে।কিন্তু বেহাল সেই পথে পা ফেলাই দায় । হেঁটেও যাতায়াত করা যায় না ওই পথ দিয়ে। তাই স্কুলে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে পড়ুয়ারা। এই ঘটনা ঘটেছে 'পথশ্রী প্রকল্প' নিয়ে বড়ই করা রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের গ্রামে।যা নিয়ে সমালোচনার বন্যা বওয়া শুরু হতেই শাসক দলের জনপ্রতিনিধিরা নড়ে চড়ে বসেছেন।

ভাতার ব্লকের মাধপুর গ্রাম। ভাতার মালডাঙ্গা সড়কের বড়বেলুন ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বাঁদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে সালুন যাওয়ার রাস্তা। প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনার প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার এই রাস্তাটি যাচ্ছে মাধপুর গ্রামের ভিতর দিয়ে। মাধপুর গ্রামের ময়রাপাড়া থেকে সংযোগকারী একটি রাস্তা চলে যাচ্ছে ভাতারের কোশিগ্রাম মেলাতলা পর্যন্ত। সেখানে বলগোনা মালডাঙ্গা রোডের সঙ্গে মিশছে।

গ্রামবাসীদের কথা অনুযায়ী, মাধপুর ময়রাতলা থেকে কোশিগ্রাম মেলাতলা পর্যন্ত রাস্তা প্রায় তিন কিলোমিটার। তার মধ্যে দেড় কিলোমিটার পড়ছে মন্তেশ্বর ব্লক এলাকার মধ্যে। প্রায় ২০ বছর আগে এই রাস্তাটি মাটি ফেলে কাজ করা হয়। কিন্তু তারপর থেকে দেখা যাচ্ছে বছর পাঁচেক আগে দেড় কিলোমিটার অংশ মন্তেশ্বর ব্লক থেকে পিচ করা হয়েছে। কিন্তু ভাতার এলাকার বাকি দেড় কিলোমিটার অংশ এখনও কাঁচা রয়ে গিয়েছে। " দু'দশকের বেশী রাস্তার কাজ হয়নি। বর্তমানে মাটির রাস্তার উপর হাঁটুভর্তি জলকাদা। যানবাহন চলাচল তো দূর অস্ত, হেঁটে যাতায়াত করা যায় না।

ভাতারের মাধপুর গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ ঘুরি সেখ বলেন,বারবার পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন নিবেদন করেও ফল মেলেনি। আর এই ঝড়বৃষ্টির মরশুমে আপাতত স্কুল যাতায়াত বন্ধ ছাত্রছাত্রীদের।

গ্রামবাসী জরিনা বিবি,সেখ মনিরুলরা বলেন, শীতের সময় শুকনো থাকলে তবুও যাতায়াত করা যায়। কিন্তু বৃষ্টি পড়লেই যাতায়াত করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাটির রাস্তার উপর তৈরি হয়েছে বড় বড় খাল। তাতে জল জমে থাকছে। প্রায় কোমরসমান খাল। শুধুমাত্র এই মূল রাস্তাটি নয়, মাধবপুর গ্রামের মুসলিমপাড়া, দাসপাড়া, হাজরাপাড়া, ময়রাপাড়া প্রভৃতি পাড়ার মধ্যের রাস্তাগুলিও এখনও কাঁচা। এইসব রাস্তা গুলিরও একই অবস্থা। এমনকি মাধপুরের মুসলিমপাড়ার কাছে কবরস্থানে যাওয়ার রাস্তাটির ভয়ঙ্কর অবস্থা । মাধপুর গ্রামে মুসলিমপাড়া ও দাসপাড়ার কাছে রয়েছে একটি শিশুশিক্ষা কেন্দ্র, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা কোশিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় এবং নাসিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যায়। বর্ষার মরশুমে ছেলেমেয়েদের যাতায়াতের সমস্যার কারণে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিতে হয়েছে। টিউশনও বন্ধ। এমনকি গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারাও বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না। প্রায় রোজই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে।"

এই বিষয় বড়বেলুন ২ নম্বর পঞ্চায়েত প্রধান সুশান্ত সাহা বলেন," মাধপুর ময়রাতলা থেকে কোশিগ্রাম রাস্তা জেলাপরিষদের। আর পাড়াগুলির মধ্যে যে রাস্তাগুলি রয়েছে সেগুলির হালহকিকত নিয়ে ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যদের পঞ্চায়েতের কাছে জানানো উচিত। সেই অনুযায়ী স্কিম পাঠানো হবে।"আমি মাধপুরের পরিস্থিতি গিয়ে দেখে আসব।"

স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ বারবার পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন নিবেদন করেও রাস্তার কাজ হয়নি। বাসিন্দারা বলেন," আমাদের পাড়ার বাসিন্দারা মিলে চাঁদা তুলে পাড়ার রাস্তায় মাটি ভরাট করেছি। বারবার পঞ্চায়েতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও বিহিত হয়নি।"ঘটনা বিষয়টি নিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, খোঁজ নিয়ে দেখছি। তবে জেলায় কোন রাস্তার এরকম অবস্থা হবার কথা নয়।

তিন হাজারের বেশি কৃষকের বিকাশের উদ্যেশে গঙ্গাসাগরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষি অভিযান

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর : শনিবার গঙ্গাসাগরের তিন হাজারের ও বেশি কৃষক একত্রিত হলেন বিকশিত কৃষি বিকল্প অভিযানে সাগর দ্বীপের রুদ্রনগর, গোবিন্দপুর,কমলপুর,কৃষ্ণনগরে। গ্রামীণ উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক কৃষিচর্চা, সচেতনতা এবং কৃষককেন্দ্রিক আলোচনার মাধ্যমে কৃষকদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই জাতীয় কর্মসূচি সংগঠিত করলো আইসিএআর, সিআইএফআরআই যৌথভাবে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং সাগর-কৃষ্ণনগর স্বামী বিবেকানন্দ ইয়ুথ কালচার সোসাইটির সঙ্গে।এদিনের অনুষ্ঠানে আলোচিত হয় সাগর দ্বীপের কৃষি পরিকল্পনা, পান ও তুলো চাষ, মাটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষের উন্নয়ন।এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল জলবায়ু সহনশীল কৃষি ও মৎস্য চাষ সমন্বিত মাছ চাষ পদ্ধতি, মাটি-জল সংযোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এক অধিবেশন। সুন্দরবনের ভঙ্গুর ও পরিবর্তনশীল পরিবেশকে মাথায়

রেখে উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয় এদিন। মৌসুমি কৃষি, অভিযোজিত মৎস্যচাষ এবং সমন্বিত কৃষি পদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ করে আলোচনা হয় যা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রম বর্ধমান প্রভাব মোকাবেলায় সহায়ক। এর পাশাপাশি একটি মতবিনিময় পর্বে মৎস্যজীবী ও কৃষকেরা তাঁদের স্থানীয় জ্ঞান, বাস্তব সমস্যা ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং উপস্থিত বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরামর্শ দেন। এতে এক আন্তরিক ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা গবেষক ও কৃষক সমাজের মধ্যে পারস্পরিক আস্থাকে জোরদার করে।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, ড. জে. কে. জেনা, উপ-মহানির্দেশক (মৎস্য), আইসিএআর; ড. বি. কে. দাস, পরিচালক,আইসিএআর সিফরি, ব্যারাকপুর; নিমপীঠ রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিশেষজ্ঞ ড. দীপক কুমার রায়, কৃষি বিশেষজ্ঞ সোমনাথ সরদারএবং সিফরির অন্যান্য গবেষকবৃন্দ, যাঁরা কারিগরি পরামর্শ এবং উৎসাহ প্রদান করেন। এই কর্মসূচি গ্রামীণ সুন্দরবনে আত্মনির্ভরশীল ও পরিবেশ সচেতন জীবিকাব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয় এদিন।

নানুরের পাপুড়ি গ্রামে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পালিত হলো ঈদ-উল-আযহা, একসাথে খুশির উৎসবে মাতল গোটা গ্রাম। সামিল জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ

কার্তিক ভান্ডারী , নানুর: সারা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বীরভূম জেলার পাপুড়ি গ্রামেও ধর্মীয় উৎসাহ এবং ঐতিহ্য মেনে পালিত হলো ঈদ-উল-আযহা, যা বখরী ঈদ নামেও পরিচিত।

শনিবার সকালে এলাকার মানুষ ঈদগাহ ময়দানে একত্রিত হয়ে আদায় করেন পবিত্র ঈদের নামাজ। প্রথা অনুযায়ী নামাজ শেষে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেন সকলে।

এই বিশেষ দিনে পাপুড়ি গ্রামের মানুষদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। তাঁকে ঘিরে গ্রামের ছোট থেকে বড় সকলের মধ্যে

দেখা যায় এক বিশেষ উচ্ছ্বাস।

দিনভর চলে কোরবানির নিয়ম পালন, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে ঘরোয়া পরিবেশে খাওয়া-দাওয়া ও উৎসবের আনন্দ। শিশুরা নতুন পোশাক পরে গ্রামের অলিতে গলিতে মেতে ওঠে খেলাধুলা ও খুশির হুল্লোড়ে।

পাপুড়ি গ্রাম যেন এই দিনটা হয়ে ওঠে সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধর্মীয় উৎসব হলেও তা আজ হয়ে উঠেছে সামাজিক মিলনের এক উপলক্ষ।

সুন্দরবনে প্রবেশ করতে পারবে না পর্যটকেরা

এক পাতার পর

বন্য প্রাণীর স্বাভাবিক জীবনচক্র এবং প্রজনন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত হতে পারে। বনদপ্তরের নিষেধাজ্ঞায় বন্য প্রাণীদের প্রজনন বৃদ্ধি এবং তাদের অবাধে বিচরণের ক্ষেত্রে শান্ত ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি হবে।সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা। ইন্টিগ্রেটেড রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (IRMP)-এর সুপারিশ অনুযায়ী,২০১৯ সাল থেকে প্রজননের মরশুমে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। এটি সুন্দরবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে সুন্দরবন বন বিভাগের তরফে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।এই সময়ে সুন্দরবনে সব ধরনের পাস-পারমিট বন্ধ রাখা হয়েছে।একই সঙ্গে,বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদের সুরক্ষায় বন বিভাগের কর্মীরা ক্রমাগত টহল দিয়ে চলেছেন। এই সময় জঙ্গলে কোনও অবৈধ প্রবেশ বা কাজ হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এই নিষেধাজ্ঞার কারণে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল জেলে, মধু সংগ্রহকারীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।তবে সরকারি এই নিষেধাজ্ঞাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বনপ্রেমীরা।

শুকিয়ে মরার অবস্থা!

এক পাতার পর

সন্ত্রাসেমদতবন্ধনাকরলেকোনওঅবস্থাতেইসিন্ধুজলচুক্তিপুনরায়কার্যকরহবেনা। সিন্ধু চুক্তি কার্যকর রাখতে পাকিস্তান বিশ্বব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হলেও, সেখানেও হতাশ হতে হয়। বিশ্বব্যাঙ্ক জানিয়ে দেয়, চুক্তির শর্তে অসন্তোষ থাকলে তারা শুধু নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞনিয়োগকরতেপারে,নিজে থেকে কোনও পক্ষ নিতে পারেনা।অর্থাৎভারত যদি চুক্তি বাতিল করে, তাহলেও তাতে বাধা দেওয়ার অধিকার নেই বিশ্বব্যাঙ্কের।

এই মুহূর্তে পাকিস্তান কার্যত ভারতের সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভরশীল। ইসলামাবাদ চাইছে আলোচনা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে আবারও জলপ্রবাহ স্বাভাবিক হোক। তবে ভারত কতটা নরম মনোভাব নেবে, তা সময়ই বলবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডক্টরেট অধ্যাপক সঞ্চরিতা দত্ত

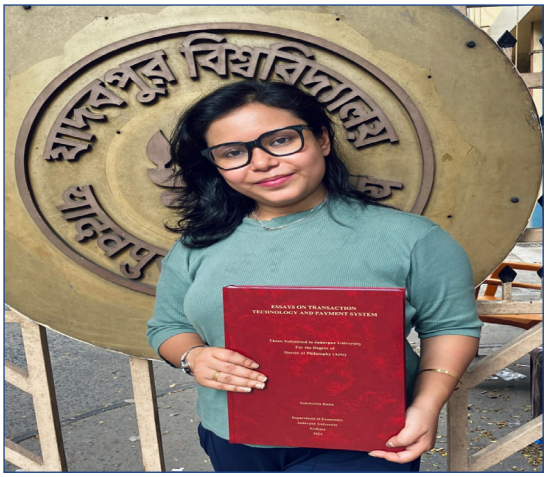

অলোক আচার্য, নববারাকপুর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি অর্থনীতিতে পিএইচডি ডক্টরেট করলেন নববারাকপুর বিরাটী নিবাসী অধ্যাপক সঞ্চরিতা দত্ত। গবেষণার বিষয় ছিল ফিনান্সিয়াল ইকোনমিক্স।ভারতীয় অর্থনীতিতে কিভাবে ক্যাশলেস লেনদের এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্যাশলেস লেনদের কে বাড়িয়ে তোলার জন্য ভারত সরকার এর বিভিন্ন পলিশি কতটা কার্যকর হয়েছে। তিনি জানান ভারত সরকার কতটা সফল হয়েছে ক্যাশলেস লেনদের বাড়িয়ে তোলার পিছনে সেটিকে পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করে দেখানো হয়েছে। তার সাথে সাথে থিওরিটিক্যাল অ্যানালাইসিস দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে কোন কোন সোসিও ইকনোমিক সেকটর একজন বিক্রেতাকে ক্যাশলেস মোড অফ পেমেন্ট ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ দিতে পারে। বলেন গবেষণায় তথ্য ও থিয়োরি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে শিক্ষা ও আয় একটি মানুষকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে ক্যাশলেস মোড অফ পেমেন্ট ব্যবহার করার পিছনেই শুধু নয় শিক্ষা ও আয়ের একটি জয়েন্ট ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে এর পিছনে।উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি কিন্তু আয় কম। তারা কখনো ই ক্যাশলেস লেনদেন ব্যবহার করবে না, আবার অনেক আয় কিন্তু স্বল্প শিক্ষিত সেই ব্যক্তিও কখনো ও ক্যাশলেস লেনদের মোড ব্যবহার করে না। তাই গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে ভারতবর্ষকে ক্যাশলেস ভারতে পরিনত করতে গেলে সরকার কে শিক্ষা ও আয় উভয়ই বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে তা না হলে ক্যাশলেস ভারত পরিকল্পনা কখনও বাস্তবে পরিনত হবে না।

দৈনিক খোঁজখবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার

বোদাই, শহরপুর, ভাটপাড়া গড়পাড়া গ্রামে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পালিত হল ঈদ-উল-আযহা, খুশির উৎসবে মাতল গোটা গ্রাম

অলোক আচার্য, ব্যারাকপুর : সারা বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যারাকপুর ২ ব্লকের নিউ বারাকপুর থানার অধীনে বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বোদাই, শহরপুর, ভাটপাড়া গড়পাড়া গ্রামে ধর্মীয় উৎসব ও ঐতিহ্য মেনে পালিত হল ঈদ-উল-আযহা যা বখরী ঈদ নামেও পরিচিত। শনিবার সকালে এলাকার মানুষ ঈদগাহ ময়দানে একত্রিত হয়ে আদায় করেন পবিত্র ঈদের নামাজ। প্রথা অনুযায়ী নামাজ শেষে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময় মাধ্যমে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেন সকলে।দিনভর চলে কুরবানীর নিয়ম পালন। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে ঘরোয়া পরিবেশে খাওয়া দাওয়া ও উৎসব আনন্দ। শিশুরা নতুন পোশাক পরে গ্রামের অলিতে গলিতে মেতে ওঠে খেলাধুলো ও খুশির হুলোড়ে। বোদাই গ্রামের আঞ্চলিক তৃনমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সেখ রাজা বলেন ঈদ উল আযহা মানুষের

জীবনে নিয়ে আসে স্বতন্ত্র আদর্শের প্রতীক। মানুষের ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মোৎসর্গের শক্তি কত বৃহৎ রূপ নিতে পারে এই পবিত্র ঈদ উল আযহার শিক্ষা আদর্শ, তাৎপর্য ও বাস্তবতা তার প্রমাণ। তাই ঈদ মোবারক শুধু উচ্চারণ নয় এটা এক দোয়া, এক অঙ্গীকার। গ্রামের প্রতিটি মানুষের মুখে হাঁসি ফোটানোর প্রতিজ্ঞা। নিউ বারাকপুর থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য জানান পবিত্র ঈদ উল আযহা উপলক্ষে থানার অধীনে বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের চারটি জামা মসজিদে ঈদগাহ অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি নিউ বারাকপুর পুরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম কোদালিয়া জামে মসজিদে ও পুলিশ কর্মীরা হাজির ছিল। শান্তিপূর্ণ ভাবে ঈদ উল আযহা উৎসব পালন হয় এলাকায়।

অবশেষে রাজস্থানের পথে উদ্ধার হওয়া ১১টি উট

খোঁজখবর ঃ হলদিয়াঃ রাজস্থানের রাজ্য পশু ফিরল রাজস্থানেই। চোরা কারবারীদের বড়সড় চক্রের পর্দা ফাঁস করে অবশেষে উদ্ধার হওয়া এগারটি উট ফিরতে চলেছে রাজস্থানে। শুক্রবার রাত থেকেই সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছে সুতাহাটা থানার পুলিশ। পাঁচ দিন পুলিশ হেফাজতে থাকার পর উটগুলি নিজেদের মনোরম আবহাওয়ায় ফিরতে পারায় খুশি পশু সুরক্ষা সংগঠনগুলিও। উল্লেখ্য, বকরি ঈদ উপলক্ষে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানার দূর্বাবেড়িয়ায় চোরাপথে বেশ কিছু উট আনা হয়েছিল। পরে সেই সব উট বিক্রির জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়। সেই পোস্ট দেখে পরে পশু সুরক্ষা সংগঠনের তরফ থেকে থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ তড়িঘড়ি ওই এলাকায় গিয়ে প্রথমে সাতটি এবং পরে আরো চারটি উট উদ্ধার করে। উট গুলিকে নিয়ে দীর্ঘ পাঁচ দিন ধরে যেন হিমশিম খাচ্ছিলেন থানার কর্মীরাও। উটেদের খাওয়ার জোগাড় করতে গ্রামে গ্রামে ডাল পাতা খুঁজতে হন্যে হয়ে পড়েছিলেন সুতাহাটার সিভিক ভলেন্টিয়াররাও। তবুও এখানকার আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল উটগুলি। প্রাণী দফতরের তরফ থেকেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। শেষমেষ আদালতের নির্দেশে সুতাহাটা থানা ও প্রাণীসম্পদ দপ্তরের তরফ থেকে উটগুলিকে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত ক্রেনে করে উটগুলিকে ট্রাকে তোলা হয়। এরপর রাজস্থানের পথে নিয়ে যাওয়া হয়। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(হলদিয়া) মনোরঞ্জন ঘোষ বলেন, "উটগুলিকে উদ্ধার করার পর থেকেই তাদের যাবতীয় খাওয়ার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরপর আদালতের নির্দেশে তাদের নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

সূত্রের খবর, রাজস্থান থেকে আনা এই উটগুলির কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিল না। এমনিতে উট কেনাবেচা আইনত নিষিদ্ধ। তাই পুলিশ 'প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিমেলস' ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। যদিও এখনো পর্যন্ত অধরা রয়েছে উট কারবারের সাথে যুক্ত চোরা ব্যবসায়ীরা। বিশালাকার এই উটগুলির এক একটির দাম লক্ষাধিক টাকা। সেগুলি বিক্রির চক্রান্ত ছিল বলে দাবি পশু সুরক্ষা সংগঠনেরও। প্রাণী সুরক্ষা সংগঠনের সদস্য সুব্রত দাস বলেন, "উটগুলিকে এখানে বিক্রি এবং বাংলাদেশের পাচার করাই মূল লক্ষ্য ছিল। আমাদের দেশে উট কাটা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আমি ধন্যবাদ জানাবো পুলিশ তড়িঘড়ি উটগুলিকে উদ্ধার করেছে।"

ঈদের ছুটিতে রেকর্ড ভিড় দিঘায়

সুদীপ্ত আগুয়ান; দিঘাঃ একদিকে শনি- রবির ছুটি এবং অপরদিকে ঈদ। আর এই দুইয়ে পর্যটকদের রেকর্ড ভিড় দিঘা সৈকতে। শনিবার সকাল থেকে তিল ধরনের জায়গা নেই নিউ দিঘা থেকে ওল্ড দিঘার ঘাট গুলিতে। সমুদ্র স্নান থেকে ঘোরা ফেরায় মেতে উঠলেন পর্যটকরা। বর্তমানে পর্যটকদের অতিরিক্ত ভিড়ে হোটেলগুলিও সম্পূর্ণ টিপটাপ। রাস্তায় যানজট এড়াতে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশও। এরই মাঝে হোটেলগুলি পর্যটকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছে বলে পর্যটকদের একাংশের অভিযোগ। ইতিমধ্যে দিঘা- শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের কাছে অভিযোগও জমা পড়েছে। উল্লেখ্য, এপ্রিল মাসে জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের পর থেকেই তিল ধারনের জায়গা নেই দিঘায়। নতুন জগন্নাথ মন্দির দেখতে রাজ্য তথা রাজ্যের বাইরে থেকেও বহু পর্যটক আসছেন দিঘায়। গত মে মাসে প্রায় ৩০ লক্ষ পর্যটকদের সমাগম হয়েছে সৈকত শহরে। তখন থেকেই হোটেল গুলিতে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এদিকে শনিবার সকাল থেকে অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে বাস এবং বড় গাড়িগুলিকে দিঘা বাইপাস মোড় থেকে দিঘায় প্রবেশ করানো হয়। অটো- টোটোগুলিকেও এদিন বেশ কিছু জায়গায় আটকে দেওয়া হয়। যেহেতু বর্তমানে জগন্নাথ মন্দিরের সামনে চৈতন্যদ্বারের কাজ চলছে তাই মন্দিরের পেছনের রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করানো হয় ছোট গাড়ি গুলিকে। শনিবার একপ্রকার যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খেয়ে যায় পুলিশ কর্মীরাও। অতিরিক্ত ভিড়ে যাতে কোনো রকম দুর্ঘটনা না ঘটে পুলিশের নিরাপত্তাও ছিল বিশেষ চোখে পড়ার মতো। বর্তমানে দিঘায় প্রায় দেড় হাজার হোটেল রয়েছে। ঈদ উপলক্ষে শনিবার এবং রবিবার সেই সমস্ত হোটেলগুলি সম্পূর্ণ বুকিং। একাধিক হোটেলে ট্যুর প্যাকেজও চালু করা হয়েছে। সেই প্যাকেজের মধ্যে রাখা হয়েছে জগন্নাথ মন্দিরও। গাড়িতে করে পর্যটকদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে নতুন এই তীর্থক্ষেত্র থেকে। এদিন দিঘার পাশাপাশি মন্দারমণি, তাজপুর, শংকরপুর, উদয়পুরের মতো জায়গাগুলিতেও ছিল বিশেষ ভিড়। বিপুল সংখ্যক পর্যটকের সমাগমে মুখে চওড়া হাসি ফুটেছে হোটেল মালিকদেরও। তবে ভিড়ের মাঝে অগ্রিম বুকিং অস্বীকার করে অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে একাধিক হোটেলের বিরুদ্ধে। সে বিষয়ে জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি বলেন, "প্রশাসন এই সমস্ত বিষয়ে সতর্ক রয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এ বিষয়ে। হোটেল সংগঠন গুলিকেও অতিরিক্ত দাম নেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে।"

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কাজের নামে টোপ, হাওড়ায় নারকীয় অত্যাচার তরুণীকে

খোঁজখবর ঃ ম্যানেজমেন্টের নামে কাজের 'টোপ' দিয়ে পানশালায় কাজ করানোর অভিযোগ সোদপুরের এক তরুণীকে। শুধু তাই নই, ওই তরুণীকে আরও খারাপ কাজের জন্যও চাপ দেওয়া হয়েছিল,ঘটনার প্রতিবাদ করলে সেখানে তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ডোমজুড় থেকে কোনওরকমে পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন ওই তরুণী।হাওড়ার ডোমজুড়ের বাসিন্দা আরিয়ান খান নামে ওই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নির্যাতিতা তরুণী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে খবর। জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের বাসিন্দা বছর ২৩-এর ওই তরুণীর কাজের প্রয়োজন ছিল। সম্প্রতি ওই তরুণীর সঙ্গে যোগাযোগ হয় হাওড়ার ডোমজুড়ের আরিয়ান খান নামে ওই যুবকের। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থায় কাজ আছে। সেই টোপ দিয়ে ওই তরুণীকে হাওড়ার ডোমজুড়ে আনা হয়। কিন্তু সেখানে গিয়েই ভুল ভাঙে তাঁর। অভিযোগ, পানশালায় কাজ করানো হয় তাঁকে দিয়ে। শুধু তাই নয়, আরও খারাপ কাজের প্রস্তাবও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু এসব কাজ করতে রাজি হয়নি ওই তরুণী। তিনি সেখান থেকে চলে আসতে চান। অভিযোগ, এরপরই শুরু হয় অত্যাচার, আটকে রেখে তাঁকে দিয়ে বাড়ির সব কাজ করানো হতে থাকে। তরুণীকে আটকে রাখাই শুধু নয়, মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করা হয় বলেও অভিযোগ।এমনকি জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া, মাথায় চুল কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।পাশাপাশি রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করাই নয়, গোপনাঙ্গেও আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আরিয়ান ও তাঁর মা শ্বেতা খান বাড়িতে আটকে রেখে এই অত্যাচার করেছেন বলে অভিযোগ। গতকাল শুক্রবার সুযোগ বুঝে ওই বাড়ি থেকে পালাতে সক্ষম হন ওই তরুণী। কোনওরকমে তিনি সোদপুর সুখচর দেশবন্ধু নগরের বাড়িতে ফিরে আসেন। মেয়েকে ওই অবস্থায় দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের লোকজন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খড়দহ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ওই তরুণী। তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় সাগর দত্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি তুলেছেন তরুণীর পরিবার।ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দৈনিক খোঁজখবর কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
সম্পাদকীয় দপ্তর
1495 মাদুরদহ,কোলকাতা-700107
মোবাইল নাম্বার 9874641563

বিনামূল্যে পাঠশালা পূর্বস্থলীতে

অত্রি চক্রবর্তী, পূর্বস্থলী : পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত পারুলিয়া মন্ডলপাড়া হল একটি প্রত্যন্ত গ্রাম, সেখানে বেশিরভাগ মানুষ বাস করে খেতমজুর, অর্থনৈতিক অবস্থা সেইরকম না থাকায় এবং নানা সমস্যার কারণে তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারে না। অষ্টম শ্রেণী পাস করেই তারা বাইরে ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই সহ বিভিন্ন জায়গায় কাজে চলে যায়। তার জন্য বাড়ছে স্কুল ছুটের সংখ্যা। আর এই স্কুল ছুটকে রুখতে উদ্যোগী হলেন তিন জন শিক্ষক। জানা যায় পারুলিয়া কুলকামিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার সাহা, পারুলিয়া কুলকামিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্তমান দুই শিক্ষক সুব্রত আচার্য এবং ধৃতিমান শীল। তারা এই পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের মন্ডলপাড়া এলাকায় প্রত্যেকদিন এসে গরিব ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান করেন। পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদের বোঝানো হয় যে তাদের অভিভাবকেরা যাতে বিদ্যালয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য পাঠায়। জানা যায় সপ্তাহে ছ' দিন চলে এই পাঠশালা। পড়তে আসে ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী। পালা করে তিন শিক্ষক বাংলা, ইংরেজি সহ অংক বিভিন্ন বিষয় পরান। প্রদীপ বাবুর শিক্ষক ছাড়াও আরেকটি পরিচয় আছে, তিনি পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন। বর্তমানে দলের জেলা কমিটির সদস্য তিনি। এলাকাবাসীরা জানান, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকলেও মাস্টার মশাই পাঠশালায় সময় দেন প্রত্যেকদিন।

বীরভূমের তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক হচ্ছে না ১৪ই জুন

মহঃ ইকবাল হোসেন : অনুব্রত মণ্ডলের অডিও ভাইরাল কান্ডের মধ্যে বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সকল সদস্যকে রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কলকাতায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। আগামী ১৪ই জুন সিউড়ি তে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কোর কমিটির বৈঠক ডেকেছিলেন জেলা তৃণমূলের চেয়ারপার্সন আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেই আজ শনিবার রাজ্য থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে যে আগামী ১৪ই জুন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সকল সদস্যকে কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছেন। সেই জন্য ১৪ই জুনের পরিবর্তে আগামী ২১ শে জুন কোর কমিটির বৈঠক হবে বলে জানিয়েছেন বীরভূম জেলা তৃণমূলের চেয়ারপার্সন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির নেতৃত্ব কে কলকাতায় ডেকে পাঠানোর খবর বীরভূমে ছড়াতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক গুঞ্জন। কোথাও কি তাহলে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নিয়ে কড়া বার্তা দেবে রাজ্য নেতৃত্ব বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটিকে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল। কারণ বীরভূমে অনুব্রত গোষ্ঠী ও কাজল গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব এই মুহূর্তে চরমে। এ নিয়ে কি কোন বার্তা দেবে রাজ্য নেতৃত্ব সেটাই এখন প্রশ্নের?

দৈনিক খোঁজখবর কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন - 9775728465

ARO Asiatic Research Organisation
(under Ministry of Corporate Affairs)
Affiliated to NITI Aayog, Government of India
Analysts, Research & Movement on
- Anti-Trafficking
- Human Rights
- Politics
- Administrative
- Child Rights
- Civil Rights
- Hermaphrodite Rights and Protection

www.arogovt.in connect@arogovt.in

Owner & published by Sk Jinnar Ali ,on behalf of Khonjkhobor Media Network Pvt ltd . Publish at 1701 Madurdaha, Kolkata-107 , Editor: SK Jinnar Ali , Sub -Editor: Krishna saha.
Email : khonjkhobornews@gmail.com , Contact: 09876641563 / 9775728465